ভাদ্র মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

বাংলায় ঋতুর পরিক্রমায় বর্ষা অন্যতম ঋতু। এ সময় অতি বৃষ্টির ফলে কৃষিতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কৃষির এই ক্ষতি মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হবে। তাই ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয় নিম্নরুপ:-

- আউশ ধানের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। ব্রি ধান-৪৮, ব্রি ধান-৬৫, ব্রি ধান-৮২, ব্রি ধান-৮৩, ব্রি ধান-৮৫, ব্রি ধান-৯৮, বিনাধান-১৯ ও বিনাধান-২১ জাতগুলোর বীজ সংগ্রহ ও আগামীতে আবাদের জন্য প্রচার করতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে নাবী রোপা আমনের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে উঁচু জায়গায় এবং ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হবে।
- নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনো রোপা আমন ধান রোপন করা যাবে। দেরিতে রোপনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৬, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৭৫ বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত ধান বেশ উপযোগী। দেরিতে চারা রোপনের ক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫-৭টি চারা দিয়ে ঘন করে রোপন করতে হবে।
- রোপা আমন ধান ক্ষেতের অর্ন্তবর্তীকালীন যত্ন নিতে হবে।
- রোপা আমন ধানের জমিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- রোপা আমন ধানে মাজরা, পামরি, চুংগী, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এছাড়া খোলপড়া, পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোক ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া শেষ কৌশল হিসেবে সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে, সঠিক সময় ব্যবহার করতে হবে।
- বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। যেমন- যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্পমেয়াদী বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১,২,৩ এবং বিনা সরিষা-৯ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকলাই ও খেসারী বপন করুন।
- বন্যায় তোষা পাটের বেশ ক্ষতি হয়। এতে ফসলের সাথে সাথে বীজ উৎপাদনেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। নাবী পাট বিএডিসি-১, বিজেআরআই পাট-১ বীজ উৎপাদনের জন্য ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত দেশি পাট এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বোনা যায়।
- ভাসমান বেডে লালশাক, পালংশাক, ওলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো ইত্যাদি সবজি ও আদা, হলুদ মসলাজাতীয় ফসলের চাষ করা যায়। পানি নেমে গেলে স্তুপটি যথা স্থানে বসিয়ে মাচা দিতে হবে। অনুরুপভাবে শিমও চাষ করা যায়।
- ভূট্টার বীজ, লাল শাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক প্রভৃতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন। মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত টবে, বাক্সে, পলি ব্যাগে, ড্রামে, উঁচু জায়গায় শাক সবজির চারা উৎপাদন করুন।
- ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বুনতে হবে। এতে ফুট রট/কলার রট রোগের প্রাদূর্ভাব কম হবে।
- বন্যার পানি সম্পূর্ণভাবে নেমে যাওয়ার পর বিনা চাষে মালচিং করে আলু (ডায়মন্ড, কার্ডিনাল) আবাদ করার প্রস্তুতি নিন।
- উঁচু স্থানে পলি ব্যাগ / বীজতলা পদ্ধতিতে আখের চারা উৎপাদন করুন। এ সময় আখ ফসলে লাল পঁচা রোগ দেখা দিতে পারে। রোগমুক্ত বীজ বা বীজ শোধন করা বীজ ব্যবহার করলে অথবা রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করলে লাল পঁচা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। লাল পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন কয়েকটি আখের জাত হচ্ছে ঈশ্বরদী-১৬,২০,৩০।
- আগাম শীতকালীন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, পালংশাক, বেগুন, টমেটো সবজি চাষের প্রস্তুতি নিন।
- ভাদ্র মাসে ফলদবৃক্ষ ও ঔষধি চারা রোপন করুন।
- রাস্তার পাশে এবং বাড়ির আশে পাশে দলীয়ভাবে তাল এবং খেজুরের চারা রোপন করুন।
- বৃষ্টি এবং বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল প্রকার বীজে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে রৌদ্রোজ্জল দিনে ঘরে সংরক্ষিত বীজ শুকিয়ে নিয়ে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন।

তাছাড়া কৃষি বিষয়ক যেকোন তথ্য পেতে উপজেলা কৃষি অফিসে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।